NOV. 20 2001
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

যুগান্তর

# হাওয়া ভবনেই তৈরি হচ্ছে ছাত্রদলের নতুন কমিটি

যুগান্তর রিপোর্ট

হাওয়া ভবনেই তৈরি হচ্ছে ছাত্রদলের নতুন কমিটি। তারেক রহমানের তত্ত্বাবধানে কমিটি গঠন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যক্রম স্থগিত করার আগেই। কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণার পর সংগঠনের নেতাকর্মীরা এখন নতুন কমিটির অপেক্ষায়। সবার দৃষ্টি বনানীর হাওয়া ভবনের দিকে। কমিটি স্থগিত ঘোষণার দুদিন না পেরোতেই

ছাত্রদল : পৃষ্ঠা : ১৫ কলাম : ৫

## ছাত্রদল : নতুন কমিটি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সবাই ছুটছেন নতুন কমিটিতে স্থান পাওয়ার তদবিরে। নতুন কমিটি কবে নাগাদ হবে, পূর্ণাঙ্গ কমিটি হবে নাকি আহ্বায়ক কমিটি হবে- সে ব্যাপারে এখনও নিশ্চিত নন নেতাকর্মীরা। কমিটি গঠন প্রক্রিয়ায় হাওয়া ভবনের পাশাপাশি বিএনপি নেতারাও গুরুত্ব পাবেন কিনা তাও বোঝা যাচ্ছে না। তবে সবাই নিশ্চিত, স্থগিত কমিটি আর পুনর্বহাল হবে না। নতুন কমিটির পরিসরও স্থগিত কমিটির মতো বড় হবে না। গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ১৫১ সদস্যের পূর্ণাঙ্গ কমিটি বা স্বল্প পরিসরের আহ্বায়ক কমিটি হতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ছাত্র সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা সামনে রেখেই ছাত্রদলের নতুন কমিটি গঠিত হবে। স্থগিত কমিটির নেতারা নিজেদের অবস্থান ধরে রাখার জন্য বিভিন্নজনের কাছে তদবির চালিয়ে যাচ্ছেন। ছাত্রদল নেতাদের কেউ কেউ বলছেন, আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই নতুন কমিটি গঠিত হবে। আবার কারও কারও ধারণা, কিছুদিন ছাত্রদলের কার্যক্রম স্থগিত থাকবে। তবে যত দেরিই হোক ১ জানুয়ারি ছাত্রদলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী নতুন কমিটিই পালন করবে বলে তারা আশা প্রকাশ করেছেন। গত বছরও সাড়ে পাঁচ মাস কার্যক্রম স্থগিত থাকার পর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর ঠিক আগে ২৩ ডিসেম্বর হাওয়া ভবন থেকে পিন্টু-লান্টুর নেতৃত্বাধীন কমিটি ঘোষণা করা হয়েছিল।

স্থগিত কমিটির সভাপতি নাসির উদ্দিন আহমেদ পিন্টু গতকাল যুগান্তরকে বলেছেন, ছাত্রদলের নতুন কমিটি গঠনের বিষয়ে তিনি কিছু জানেন না। ছাত্রদলের সভাপতি পদে থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ায় গত ১১ নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের পক্ষ থেকে তাকে দেয়া সংবর্ধনায় পিন্টু বলেছিলেন, ছাত্রদলের কাছে তার আর চাওয়া-পাওয়ার কিছু নেই। ছাত্রদলের সাংগঠনিক নেত্রী প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া যেদিন বলবেন সেদিন তিনি ছাত্রদলের দায়িত্ব ছেড়ে দেবেন। এই বক্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে পিন্টু ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যক্রম স্থগিত করা প্রসঙ্গে বলেন, ম্যাডামের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই। প্রকৃত ও নিয়মিত ছাত্রদের নিয়ে ছাত্রদলের নতুন কমিটি গঠিত হলে আমি তাদেরকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করব। ঢাকার লালবাগের সংসদ সদস্য নাসির উদ্দিন পিন্টু বলেন, আর ছাত্র রাজনীতি নয়, তিনি এখন থেকে ব্যস্ত থাকবেন লালবাগ, তার পরিবার এবং নিজের ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে। তিনি ছাত্রদলের কার্যক্রম স্থগিত করার পেছনে তার বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগের কথা পত্রপত্রিকায় এসেছে সেগুলোকে মিথ্যা বলে অভিহিত করেন। পিন্টু বলেন, দু-একটি পত্রিকা উদ্দেশ্যমূলকভাবে এসব লিখছে। দখল বা টেন্ডারবাজি নয় বরং তিনি সামাজিক কর্মকাণ্ড নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন।

ছাত্রদলের কার্যক্রম স্থগিত করার ঘটনা নতুন নয়। গ্রুপিং-কোন্দলের দীর্ঘ ইতিহাসের ধারক ছাত্রদলের কর্মকাণ্ড মাঝে মাঝেই স্থগিত করেছেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া। এর আগে প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে তিনি আরেকবার ছাত্রদলের কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা করেছিলেন। গত বছরের জুলাইয়ে সর্বশেষ ছাত্রদলের কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণার আগে '৯২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্যসেন হলে ছাত্রদলের দুগ্রুপের বন্দুকযুদ্ধে দুজনের প্রাণহানির প্রেক্ষাপটে ছাত্রদলের কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছিল। এসব স্থগিতাদেশ কখনওই দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ছাত্রদল নেতারা মনে করছেন, এবারও নতুন উপাচার্যদের দায়িত্ব গ্রহণের প্রেক্ষাপটে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শান্ত থাকলে শিগগির ছাত্রদলের কার্যক্রম পুনরায় চালু হবে। তবে এবার ছাত্রদলের ওপর থাকবে হাওয়া ভবনের কড়া নজরদারি। প্রকৃত ছাত্রদের নিয়ে কমিটি করার কথা বার বার বলেও তা কার্যকর করা যায়নি। এবার ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠন হিসাবে ছাত্রদলের জন্য একটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য কমিটি গঠন সম্ভব হতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও সংগঠনের ত্যাগী নেতাদেরই এবার ছাত্রদলের মূল নেতৃত্বে আনা হবে। পাশাপাশি মহানগরীর নেতাদের কেন্দ্রে গুরুত্বপূর্ণ পদে স্থান করে দেয়া হতে পারে।

ছাত্রদলের নতুন কমিটিতে কারা ঠাঁই পাচ্ছেন তা নিয়ে চলছে নানারকম জল্পনা-কল্পনা। স্থগিত কমিটির নেতাদের মধ্যে কারা কারা নতুন কমিটিতে স্থান পাবেন তা নিয়েও আলোচনা চলছে ক্যাম্পাস ও দলীয় কার্যালয়ে। সম্ভাবনাময়ী নেতাদের পাশাপাশি সন্ত্রাসী ধারার নেতারাও মূল নেতৃত্ব পেতে চান কেন্দ্র, বিশ্ববিদ্যালয় ও মহানগরীতে। নেতৃত্ব প্রত্যাশীরা যাচ্ছেন হাওয়া ভবনে, তারেক রহমানের ঘনিষ্ঠজনদের কাছে, প্রধানমন্ত্রীর দুজন প্রভাবশালী রাজনৈতিক সচিবের কাছে; কেউ কেউ ছুটছেন বিএনপি মহাসচিব আবদুল মান্নান ভূঁইয়ার কাছে। দলের ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী আমানউল্লাহ আমানের অফিস ও বাড়িতে ছাত্রদলের নেতৃত্ব প্রত্যাশীদের ভিড় লেগেই আছে। বিএনপির উদার ও কট্টরপন্থী দুগ্রুপের প্রভাবশালী মন্ত্রীদের কাছেও ধরনা দিচ্ছেন অনেকে। গত দুটি কমিটিতে যারা গ্রুপিংয়ের কারণে সুবিধাজনক অবস্থানে যেতে পারেননি তারা এবার ভাল অবস্থানে যাওয়ার আশা করছেন। ছাত্রদলের প্রথম সারির নেতারা নিজেদের মতো করে কমিটির প্যানেল তৈরির চেষ্টা করছেন। সব প্যানেলেই ঘুরে-ফিরে আসছে নির্দিষ্ট কিছু নাম। ছাত্রদলের গত দুটি কমিটির সিনিয়র সহ-সভাপতি মঞ্জুর-ই-এলাহী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি মনির হোসেন- এ দুজনের একজন ছাত্রদলের নতুন কমিটির সভাপতি হবেন এটা সবাই ধরে নিচ্ছেন। মনির হোসেন স্থগিত কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি এবং আগের কমিটির যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন। কোন কোন আলোচনায় তার নাম আসছে সাধারণ সম্পাদক হিসাবে। মঞ্জুর-ই-এলাহী ছিলেন সলিমুল্লাহ হল ছাত্র সংসদের জিএস। সভাপতি পদের আরেকজন শক্তিশালী প্রার্থী স্থগিত কমিটির সাধারণ সম্পাদক সাহাবুদ্দীন লাল্টু গুরুতর অসুস্থ। চিকিৎসার জন্য গত রাতে তাকে সিঙ্গাপুর নিয়ে যাওয়ার কথা। সভাপতি পদের প্রত্যাশী অন্য তিনজন হলেন স্থগিত কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক এবিএম মোশাররফ হোসেন, ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ শাখার সভাপতি সাগীর আহমদ ও স্থগিত কমিটির সহ-সভাপতি আজিজুল বারী হেলাল।

সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী রয়েছেন বেশ কয়েকজন। স্থগিত কমিটির নেতা শফিউল বারী বাবু, সেলিমুজ্জামান সেলিম, হারুনুর রশিদ হারুন, সালাহউদ্দিন টুকু, সাইদুর রহমান নিউটন, মামুন হাসানের নাম প্রার্থী হিসাবে কর্মীদের মুখে আলোচিত হচ্ছে। তবে দায়িত্বশীল নেতারা ধারণা করছেন, সভাপতি প্রার্থীদের মধ্য থেকেই আসবেন নতুন সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক। সাধারণ সম্পাদক প্রার্থীদের মধ্য থেকে আসবেন সিনিয়র সহ-সভাপতি ও সাংগঠনিক সম্পাদক। এবার কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে গঠিত হবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা মহানগরী শাখার নতুন কমিটি। বিশ্ববিদ্যালয় ও মহানগরী শাখার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে রয়েছেন অনেক প্রার্থী। কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যক্রম না থাকায় ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা এখন ক্যাম্পাসে আড্ডা-গল্পে অলস সময় কাটাচ্ছেন। রমজানেও সন্ধ্যার পর দলীয় কার্যালয়ে ভিড় করছেন অনেকে।